BA CBCS POLITICAL SCIENCE HONOURS -5TH SEM
DSE-2: United Nations and Global Conflicts

Topic II. Major Global Conflicts since the Second World War

BY – PROF. SHYAMASHREE ROY

(c) Afghanistan War

আফগানিস্তান যুদ্ধ

২০০১ সালে আফগানিস্তানে সংঘাত শুরু হয়েছিল যা ১১ ই সেপ্টেম্বরের আক্রমণে শুরু হয়েছিল এবং তিনটি পর্যায় ছিল। প্রথম পর্যায়ে - তালেবানকে পতন করা (আল্ট্রা কনসার্ভেটিভ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় গোষ্ঠী যা আফগানিস্তান শাসন করে এবং ১১ ই সেপ্টেম্বরের হামলার দোষী আল-কায়েদার জন্য অভয়ারণ্য সরবরাহ করেছিল) - সংক্ষিপ্তভাবে, মাত্র দু'মাস স্থায়ী। ২০০২ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্বে মার্কিন বাহিনীকে সামরিকভাবে তালেবানকে পরাজিত করা এবং আফগান রাজ্যের মূল প্রতিষ্ঠান পুনর্নির্মাণের কৌশল দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। তৃতীয় পর্বটি, ক্লাসিক কাউন্টারসনজেন্সিয়েন্স মতবাদের প্রতিপত্তি, ২০০৮ সালে শুরু হয়েছিল এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাথে ত্বরান্বিত হয়েছিল। আফগানিস্তানে মার্কিন সেনাদের উপস্থিতি সাময়িকভাবে বাড়ানোর 2009 এর বারাক ওবামার সিদ্ধান্ত। বৃহত্তর শক্তিটি তালেবানদের আক্রমণ থেকে জনগণকে রক্ষা করার কৌশল এবং আফগান সমাজে বিদ্রোহীদের পুনরায় সংহত করার প্রচেষ্টা সমর্থন করার কৌশল প্রয়োগ করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। এই কৌশলটি আফগানিস্তান থেকে বিদেশী সেনা প্রত্যাহারের সময়সূচীর সাথে মিলিত হয়েছিল; ২০১১ সালের শুরুতে, সুরক্ষা দায়িত্বগুলি ধীরে ধীরে আফগান সামরিক ও পুলিশের হাতে হস্তান্তর করা হবে। নতুন পদ্ধতির মূল লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। বিদ্রোহী হামলা এবং বেসামরিক হতাহতরা একগুঁয়েভাবে উচ্চ মাত্রায় রয়ে গেছে, এবং সুরক্ষা দায়িত্ব গ্রহণকারী অনেক আফগান সামরিক এবং পুলিশ ইউনিট তালেবানদের দমন করতে প্রস্তুত-প্রস্তুত বলে মনে হয়েছিল। ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটো যুদ্ধ মিশনের আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হওয়ার পরে, ১৩ বছরের আফগানিস্তান যুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে দীর্ঘতম যুদ্ধে পরিণত হয়েছিল।

11 সেপ্টেম্বরের হামলার জন্য প্রস্তাব দিন

২০০১ এর শেষদিকে আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটিশ আগ্রাসনের দু'দশকেরও বেশি যুদ্ধের আগে আফগানিস্তানে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। ২৪ ডিসেম্বর, 1979, সোভিয়েত ট্যাঙ্কগুলি আমু দারিয়া নদীর ওপারে এবং আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছিল, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাজনৈতিক দলগুলির একটি জুটি ক্ষমতায় আনার পরে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে স্থিরতা ফিরিয়ে আনতে - পিপলস (খালক) পার্টি এবং ব্যানার (পারচাম) পার্টি। তবে সোভিয়েতের উপস্থিতি যোদ্ধাদের দ্বারা দেশজুড়ে বিদ্রোহ ছুঁড়েছিল - মুজাহিদিন নামে পরিচিত যিনি ইসলামকে একীকরণের অনুপ্রেরণার উত্স হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এই যোদ্ধারা পাকিস্তান, সৌদি আরব এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে ব্যাপক গোপন সমর্থন পেয়েছিল এবং বিদেশী স্বেচ্ছাসেবীদের দ্বারা লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিল (যারা শীঘ্রই তাদের প্রচেষ্টা সমন্বয় করার

জন্য একটি নেটওয়ার্ক গঠন করেছিল, যা আল-কায়েদা নামে পরিচিত ছিল)। ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ তাদের বিদায় নিয়েছিল। সোভিয়েতদের অনুপস্থিতিতে মুজাহিদীনরা আফগানিস্তানের সোভিয়েত সমর্থিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে একটি অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠা করে।

তবে মুজাহিদীনরা রাজনৈতিকভাবে খণ্ডিত হয়েছিল এবং ১৯৯৪ সালে সশস্ত্র সংঘাত আরও বেড়ে যায়। তালেবানরা আবির্ভূত হয় এবং 1996 সালে কাবুল দখল করে। এটি ইসলামী আইনের কঠোর ব্যাখ্যা প্রবর্তন করেছে যে, উদাহরণস্বরূপ, মহিলা শিক্ষা নিষিদ্ধ করেছে এবং ক্ষুদ্র অপরাধের শাস্তি হিসাবে হাত বিচ্ছিন্নকরণ এমনকি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছে। একই বছর, আল-কায়েদার নেতা ওসামা বিন লাদেনকে আফগানিস্তানে স্বাগত জানানো হয়েছিল (সুদান থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল) এবং সেখানেই তার প্রতিষ্ঠানের সদর দফতর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আল-কায়েদার সহায়তায়, ২০০১ এর গ্রীষ্মের মধ্যে তালেবানরা আফগানিস্তানের ৯০ শতাংশেরও বেশি অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল। সে বছরের সেপ্টেম্বর আল-কায়েদার আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা খ্যাতিমান মুজাহিদিন নেতা আহমদ শাহ মাসউদকে হত্যা করেছিলেন, যিনি এই সময়ে সময়টি ছিল নর্দান অ্যালায়েন্সকে (মুজাহিদীন মিলিশিয়াদের একটি শিথিল জোট যারা উত্তর আফগানিস্তানের একটি ছোট অংশের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল) নেতৃত্ব দিচ্ছিল কারণ এটি তালেবানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল এবং যারা তার প্রচেষ্টার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বৃহত্তর সমর্থন চেয়েছিল।

11 সেপ্টেম্বরের আক্রমণ এবং মার্কিন-ব্রিটিশ আগ্রাসন:

১১ ই সেপ্টেম্বর, ২০০১ এ চার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেটলাইনার হাইজ্যাকিং এবং ক্রাশ আফগানিস্তানের তাত্ক্ষণিক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই চক্রান্তটি আল-কায়েদার দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল এবং ১৯ জন হাইজ্যাকারের কয়েকজন আফগানিস্তানে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। আক্রমণগুলির পরে, মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রশাসন। জর্জ ডব্লু বুশ আফগানিস্তান থেকে প্রথমে তালেবানদের ক্ষমতাচ্যুত করার এবং আল-কায়েদার নির্মূল করার কৌশলটির সাথে একত্রিত হয়েছিলেন, যদিও অন্যরা প্রেসকে পতনের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাসহ ইরাকের পদক্ষেপের কথা বিবেচনা করেছিলেন। সাদ্দাম হোসেন. আফগানিস্তানে অভিযানটি গোপনে ২ শে সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছিল, জাভব্রেকার নামে পরিচিত একটি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার (সিআইএ) একটি দল দেশে আসার পরে এবং তালেবানবিরোধী মিত্রদের সাথে কাজ করে, এই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার কৌশল শুরু করেছিল। মার্কিন কর্মকর্তারা আশা করেছিলেন যে আফগানদের সাথে অংশীদার হয়ে তারা আফগানিস্তানে বড় বাহিনী মোতায়েন করা এড়াতে পারে। পেন্টাগনের কর্মকর্তারা বিশেষত উদ্বিগ্ন ছিলেন যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে আফগানিস্তানের দীর্ঘায়িত দখলে না নিয়ে যেতে হবে, যেমনটি প্রায় দুই দশকেরও বেশি আগে সোভিয়েতদের সাথে হয়েছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মূলত উত্তর জোটের উপর নির্ভর করেছিল, যে সবেমাত্র মাসউদকে হারিয়েছিল কিন্তু তাজিক নেতা মোহাম্মদ ফাহিম ও আবদুল রশিদ দস্তম নামে উজবেকীয় সহ অন্যান্য কমান্ডারের অধীনে পুনরায় গ্রুপিং করেছিল। আমেরিকানরা হামিদ কারজাই নামে এক অতি পরিচিত আদিবাসী নেতা সহ দক্ষিণ আফগানিস্তানে তালিবান বিরোধী পশতুনের সাথেও কাজ করেছিল। কান্দাহার, দক্ষিণ আফগানিস্তানের বৃহত্তম শহর এবং তালেবানদের আধ্যাত্মিক বাড়ি 6 ডিসেম্বর তালেবানের শক্তি শেষ হওয়ার চিহ্ন হিসাবে পড়েছিল। এটি কারজাইয়ের নেতৃত্বে একটি বাহিনী ঘেরাও করেছিল যা উত্তর থেকে আগত এবং গুল আঘা শেরজাইয়ের নেতৃত্বে একটি সেনা যা দক্ষিণ থেকে

অগ্রসর হয়েছিল; উভয়ই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারী সহায়তায় পরিচালিত হয়েছিল। যুদ্ধের প্রথম পর্বের একটি চূড়ান্ত বড় লড়াইটি ২০০২ সালের মার্চ মাসে পূর্ব প্রদেশ পথিয়ানা অঞ্চলে অপারেশন অ্যানাকোন্ডার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আফগান বাহিনী প্রায় ৮০০ আল-কায়েদার এবং তালেবান জঙ্গিদের সাথে লড়াই করেছিল। অপারেশনটি যুদ্ধে অন্যান্য দেশের সেনাদের প্রবেশের চিহ্নও চিহ্নিত করেছিল: অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানি এবং নরওয়ের বিশেষ অপারেশন বাহিনী এতে অংশ নিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ধারাবাহিকভাবে আফগানিস্তানের বৃহত্তম বিদেশী শক্তির প্রতিনিধিত্ব করেছিল এবং এটি সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছিল। বসন্ত ২০১০ অবধি আফগানিস্তানে এক হাজারেরও বেশি মার্কিন সেনা নিহত হয়েছিল, যদিও ব্রিটিশ সেনারা প্রায় ৩০০ জন এবং কানাডিয়ান প্রায় ১৫০ জন মারা গিয়েছিল। প্রথমদিকে, যুদ্ধটি আপেক্ষিক স্বাচ্ছন্দ্যে জিতেছে বলে মনে হয়েছিল। 2003 সালের 1 মে, মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব ডোনাল্ড রামসফেল্ড আফগানিস্তানে "বড় লড়াই" শেষ করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। একই দিনে বিমান বাহক ইউএসএস আব্রাহাম লিংকনের উপরে, রাষ্ট্রপতি বুশ ঘোষণা করেছিলেন যে "ইরাকের বড় বড় যুদ্ধ পরিচালন শেষ হয়েছে।" তখন আফগানিস্তানে 8,000 মার্কিন সেনা ছিল। তালেবানের পতনের পর প্রথম গণতান্ত্রিক আফগানিস্তান নির্বাচন 2009 সালের ৯ ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়েছিল, প্রায় ৮০ শতাংশ নিবন্ধিত ভোটাররা করজাইকে পুরো পাঁচ বছরের মেয়াদে রাষ্ট্রপতির পদে পদার্পণ করেছিলেন। সংসদ নির্বাচনের এক বছর পরে মঞ্চস্থ হয়েছিল, কয়েক ডজন মহিলা দাবি করেছিলেন যে তাদের লিঙ্গ বৈচিত্র্য নিশ্চিত করতে আসন আলাদা রাখা হয়েছে। ২০০৪ সালের সংবিধানে আফগানিস্তানকে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার এবং দুর্বল আঞ্চলিক ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রদান করা হয়েছিল - এমন একটি কাঠামো যা দেশের দীর্ঘকালীন traditions বিরোধী ছিল। দুর্নীতি দ্বারা কারজাইয়ের সরকার ঘেরাও করেছিল, এবং আফগানদের মধ্যে অপ্রতুল আন্তর্জাতিক সমর্থন এবং জাতিগত পার্থক্যের কারণে একটি জাতীয় সেনা এবং একটি পুলিশ বাহিনী গঠনের প্রচেষ্টা শুরু থেকেই ঝামেলা হয়েছিল। ২০১২ সালের গোড়ার দিকে বেশ কয়েকটি ঘটনার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আফগান সরকারের মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়ে যায় এবং জনগণের ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে, মার্কিন সামুদ্রিকরা মৃত আফগানদের নিয়ে প্রস্রাব করছে এমন একটি ভিডিও মিডিয়াতে প্রচারিত হয়েছিল এবং মার্কিন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়েছিল। কয়েক সপ্তাহ পরে, আফগানরা হুমকি দেয় এবং এই প্রতিবাদ জানিয়েছিল যে মার্কিন সৈন্যরা কোরআনের নকলগুলি সামরিক ঘাঁটিতে পুড়িয়ে দিয়েছিল। এরপরে, ১১ ই মার্চ, আমেরিকার এক সৈনিক পাঞ্জওয়াইয়ের নিকটে একটি আমেরিকান ঘাঁটি ছেড়ে বেশ কয়েকটি বাড়িঘর ভেঙে 17 জন আফগানকে হত্যা করেছিল, বেশিরভাগ মহিলা এবং শিশুদের। এই ঘটনাটি ব্যাপকভাবে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল এবং কারজাইয়ের তীব্র নিন্দা করেছিল। পরের দিন, তালেবানরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আফগান সরকারের সাথে আলোচনায় অংশ নেওয়া স্থগিত করে। সেই বছরের পরে আফগান সেনাবাহিনী ও পুলিশকে প্রশিক্ষণ ও সজ্জিত করার জন্য ন্যাটোর প্রচেষ্টা আক্রমনের বৃদ্ধির ফলে বাধা পেয়েছিল, যেখানে আফগান সেনা এবং পুলিশ ন্যাটো সেনাদের উপর অস্ত্র চালিয়েছিল। এই আক্রমণগুলি ন্যাটো সেনাদের আরও কঠোর স্ক্রিনিংয়ের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে এবং নির্দিষ্ট ইউনিটের প্রশিক্ষণ স্থগিত করতে বাধ্য করেছিল।

ওবামা ২৮ শে মার্চ প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রপতি হিসাবে আফগানিস্তান সফর করেছিলেন এবং কারজাইয়ের কাছে একটি কঠোর বার্তা দিয়েছিলেন যে তাঁর সরকারের দুর্নীতি মুছে ফেলার দরকার ছিল। ২০০৯ সালের অগস্টের নির্বাচনে কারজাই একটি নতুন পাঁচ বছরের মেয়াদ জিতেছিলেন যা জালিয়াতির ব্যাপক অভিযোগে কলঙ্কিত ছিল। ২০১২ সালের গোড়ার দিকে বেশ কয়েকটি ঘটনার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও

আফগান সরকারের মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়ে যায় এবং জনগণের ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে, মার্কিন সামুদ্রিকদের মৃত আফগানদের নিয়ে মূত্রত্যাগ করার একটি ভিডিও মিডিয়ায় প্রচারিত হয়েছিল এবং মার্কিন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়েছিল। কয়েক সপ্তাহ পরে, আফগানরা হুমকি দেয় এবং এই প্রতিবাদ জানিয়েছিল যে মার্কিন সৈন্যরা কোরআনের নকলগুলি সামরিক ঘাঁটিতে পুড়িয়ে দিয়েছিল। এরপরে, ১১ ই মার্চ, আমেরিকার এক সৈনিক পাঞ্জওয়াইয়ের নিকটে একটি আমেরিকান ঘাঁটি ছেড়ে বেশ কয়েকটি বাড়িঘর ভেঙে পড়ে এবং 17 জন আফগানকে গুলি করে হত্যা করেছিল, বেশিরভাগ মহিলা এবং শিশু। এই ঘটনাটি ব্যাপকভাবে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল এবং কারজাইয়ের তীব্র নিন্দা করেছিল। পরের দিন, তালেবানরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আফগান সরকারের সাথে আলোচনায় অংশ নেওয়া স্থগিত করে। এদিকে, ২০১২ সালের গোড়ার দিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আফগান আলোচকরা দুটি বিষয় নিয়ে চুক্তিতে পৌঁছেছিলেন যেগুলি ওবামা ও কারজাই প্রশাসনের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মার্চ মাসে স্বাক্ষরিত প্রথম চুক্তিতে মার্কিন সেনা কর্তৃক আফগান বন্দীদের আফগান হেফাজতে স্থানান্তরিত করার জন্য ছয় মাসের সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়। দ্বিতীয় চুক্তি, এপ্রিলে স্বাক্ষরিত হয়েছিল যে আফগান বাহিনী তালেবান নেতাদের গ্রেপ্তার বা হত্যার জন্য রাতের অভিযান পরিচালনা করবে এবং নেতৃত্ব দেবে। ইউএস স্পেশাল ফোর্সের নেতৃত্বে এই অভিযানগুলি ২০০৯ সাল থেকে তালেবানদের বিরুদ্ধে অভিযানের একটি প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আফগান নেতারা অবশ্য দীর্ঘদিন ধরে আপত্তি জানিয়েছিলেন যে এই অভিযানগুলি আফগান সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করেছে এবং ব্যক্তিগত বাড়িগুলিতে অবাক করা আক্রমণগুলি চূড়ান্তভাবে জনমতকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে এবং বিদ্রোহের পক্ষে সমর্থন বাড়িয়েছে। মার্চ এবং এপ্রিল মাসে আটককৃতরা এবং নাইট অভিযান সংক্রান্ত চুক্তিগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং আফগানিস্তানের মে মাসে আরও একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর পথকে পরিষ্কার করেছে যে ২০১৪ সালে ন্যাটো যুদ্ধ সেনা প্রত্যাহারের পর দু'দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সুরক্ষা সহযোগিতার কাঠামোর রূপরেখা প্রকাশ করেছে। চুক্তিটি ২০১৪ সালের পরে আফগান সরকারের পক্ষে সামরিক সহায়তা অব্যাহত রাখার প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে, যদিও এটি মার্কিন ও ন্যাটো বাহিনী কিছু সংখ্যক আফগানিস্তানে প্রশিক্ষণার্থী ও উপদেষ্টা হিসাবে থাকবে কি না, এই প্রশ্নটির উত্তর ছাড়েনি। একটি পৃথক চুক্তি, দ্বিপাক্ষিক সুরক্ষা চুক্তি। যদিও আফগানিস্তানে বিদেশি সেনার উপস্থিতি গভীরভাবে জনগণের মধ্যে থেকে যায়, তবুও অনেক আফগান আশঙ্কা করেছিলেন যে হঠাৎ করে এই প্রত্যাহার দেশকে গৃহযুদ্ধ বা বিশৃঙ্খলায় ডুবিয়ে দেবে। ন্যাটো যুদ্ধ পরিচালনার সমাপ্তির পরে দেশে বিদেশী সেনা ছাড়ার বিষয়টি ২০১৪ সালের শেষার্ধ পর্যন্ত সমাধান হয়নি। কারজাই-তার রাষ্ট্রপতির শেষ মাসগুলিতে - পদ ছাড়ার আগে দ্বিপাক্ষিক সুরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেছিলেন, এবং তার উত্তরসূরি নির্বাচন দীর্ঘ গণনা দ্বারা বিলম্বিত হয়েছিল। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে আশরাফ গনি অবশেষে রাষ্ট্রপতি হিসাবে উদ্বোধন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সুরক্ষা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন, যা প্রায় ১৩,০০০ এর একটি আন্তর্জাতিক বাহিনীকে দেশে থাকার অনুমতি দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটো আফগানিস্তানে তাদের লড়াই মিশন ২৮ শে ডিসেম্বর, ২০১৪ এ আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ করেছিল।

(d) Balkans: Serbia and Bosnia

বসনিয়ার যুদ্ধ, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনায় জাতিগতভাবে শিকড়ের যুদ্ধ (1992-95), বসনিয়াকস (বসনিয়ান মুসলিম), সার্বস এবং ক্রোয়েটস সমন্বিত বহু-জাতিগত জনসংখ্যার সাথে যুগোস্লাভিয়ার প্রাক্তন প্রজাতন্ত্র। তিনটি বসনিয়ার দল এবং যুগোস্লাভ সেনাবাহিনীর সাথে জড়িত বহু বছরের তীব্র লড়াইয়ের পরে, উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থার (ন্যাটো) সমর্থনযুক্ত পশ্চিমা দেশগুলি ১৯৯৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওহিওর ডেটনে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধবিরতি কার্যকর করেছিল।

পটভূমি

বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার গণপ্রজাতন্ত্রী (1963 সাল থেকে সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র) ফেডারেল পিপলস (1963 সাল থেকে সমাজতান্ত্রিক ফেডারেল) ইউগোস্লাভিয়া প্রজাতন্ত্রের অন্যতম গণপ্রজাতন্ত্রী হয়ে ওঠে এবং বসনিয়া ও হার্জেগোভিনায় জীবন সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলি যা তার নতুন কমিউনিস্ট সরকার দ্বারা সমগ্র যুগোস্লাভিয়ার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা বিশেষত বহু মুসলিম প্রতিষ্ঠান যেমন কোরানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, সমৃদ্ধ দানশীল ভিত্তি এবং দরবেশ ধর্মীয় আদেশের বিলুপ্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তবে, 1960 এর দশকে সরকারী নীতি পরিবর্তনের ফলে "মুসলিম" শব্দটিকে জাতীয় পরিচয় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল: 1961 সালের আদমশুমারিতে "জাতিগত অর্থে মুসলিম" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল, এবং 1968 সালে বসনিয়ান কেন্দ্রীয় কমিটি আদেশ জারি করে যে "মুসলিম একটি স্বতন্ত্র জাতি।" একাত্তরের মধ্যে মুসলমানরা বসনিয়ান জনসংখ্যার বৃহত্তম একক উপাদান গঠন করে। পরের 20 বছরের মধ্যে সার্ব এবং ক্রাট জনগোষ্ঠী নিখরচায় পড়েছিল যেহেতু বহু সার্ব এবং ক্রোয়েটেরা দেশত্যাগ করেছে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারিতে মুসলিমরা বসনিয়ার জনসংখ্যার দুই-পঞ্চমাংশেরও বেশি লোক তৈরি করেছিল, আর সার্বসরা এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে কিছুটা কম এবং ক্রোয়েটেরা এক-ছয় ভাগের বেশি অংশ নিয়েছিল। ১৯৯০ এর দশকের মাঝামাঝি থেকে বোসনিয়াক শব্দটি বসনিয়ান মুসলমানদের নিজের নাম হিসাবে ব্যবহার করে মুসলিমকে প্রতিস্থাপন করে।

যুগোস্লাভিয়া, 1919-92

১৯৮০ এর দশকে যুগোস্লাভ অর্থনীতির দ্রুত পতনের ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে ব্যাপক জনগণের অসন্তুষ্টি দেখা দেয়। রাজনীতিবিদদের জাতীয়তাবাদী বোধের হেরফেরের সাথে এই মনোভাব যুগোস্লাভ রাজনীতিকে অস্থিতিশীল করে তোলে। ১৯৮৯ সালের মধ্যে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দলগুলির উপস্থিতি ঘটে। ১৯৯০ এর গোড়ার দিকে স্লোভেনিয়া এবং ক্রোয়েশিয়ায় বহুপক্ষীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ডিসেম্বর মাসে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনায় যখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তখন তিনটি জাতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী নতুন দলগুলি তাদের জনসংখ্যার মোটামুটি অনুপাতে আসন অর্জন করেছিল। একটি ত্রিপক্ষীয় জোট সরকার গঠন করা হয়েছিল, বোসনিয়াক রাজনীতিবিদ আলিজা ইজেটবেগোভিć যৌথ রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে ছিলেন। বসনিয়া এবং হার্জেগোভিনার ভিতরে এবং বাইরে উভয়ই বাড়ছে উত্তেজনা, যদিও রাডোভান কারাদিয়াসের নেতৃত্বে সার্ব ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সাথে সহযোগিতা করেছে, ক্রমবর্ধমান কঠিন।

১৯৯১ সালে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার অঞ্চলগুলিতে বিশাল সার্ব জনসংখ্যার কয়েকটি স্ব-স্টাইলযুক্ত "সার্ব স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল" ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রমাণ প্রমাণিত হয় যে যুগোস্লাভ পিপলস আর্মি বেলগ্রেড (সার্বিয়া) থেকে বসনিয়ান সার্বগুলিকে গোপন অস্ত্র সরবরাহ প্রেরণের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছিল। আগস্টে সার্ব ডেমোক্র্যাটিক পার্টি বসনিয়ার রাষ্ট্রপতি সভাগুলির বয়কট করা শুরু করে এবং অক্টোবরে এটি বসনিয়ার সমাবেশ থেকে তার প্রতিনিধিদের অপসারণ করে এবং বানজা লুকাতে একটি "সার্ব জাতীয় সংসদ" গঠন করে। ততক্ষণে ক্রোয়েশিয়ায় পুরোপুরি যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং যুগোস্লাভিয়ার ভেঙে যাওয়ার কাজ চলছে। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার অবস্থান অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিভক্ত হওয়ার

সম্ভাবনা নিয়ে বছরের শুরুতে ক্রোয়েশিয়ার রাষ্ট্রপতি ফ্রেঞ্জো তুডজমান এবং সার্বিয়ান রাষ্ট্রপতি স্লোবোডান মিলোয়েভিয়ার এবং উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমা বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার দুটি ক্রোট "সম্প্রদায়" এর মধ্যে আলোচনার সময় আলোচনা হয়েছিল। 1991 সালের নভেম্বর মাসে "সার্ব স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলগুলি" করার উপায়গুলি ঘোষণা করা হয়েছিল।

ইউরোপীয় সম্প্রদায় (ইসি; পরবর্তীকালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন সাফল্য পেয়ে) ডিসেম্বর মাসে ক্রোয়েশিয়া এবং স্লোভেনিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃতি দেয়, তখন এটি বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাকেও স্বীকৃতির জন্য আবেদন করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। স্বাধীনতার বিষয়ে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল ফেব্রুয়ারি ২৯ – মার্চ, ১৯৯২ এর মধ্যে, যদিও কর্ডিয়াসের দল বেশিরভাগ সার্ব-জনবহুল অঞ্চলে ভোটদানকে বাধা দিয়েছে এবং প্রায় কোনও বসনিয়ার সার্বই ভোট দেয়নি। ভোটদানকারীদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ভোটারদের মধ্যে প্রায় সকলেই স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দিয়েছেন, যা রাষ্ট্রপতি ইজেটবেগোভি'স আনুষ্ঠানিকভাবে ৩ মার্চ, ১৯৯২ এ ঘোষণা করেছিলেন।

স্বাধীনতা এবং যুদ্ধ

1992 সালের ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাসে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার একটি নতুন বিভাগকে জাতিগত "সেনানিবাস" হিসাবে প্রচারের জন্য ইসি আলোচকদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল: তিনটি প্রধান জাতিগত দল প্রত্যেকে এই পরিকল্পনার বিভিন্ন সংস্করণ প্রত্যাখ্যান করেছিল। April এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসি কর্তৃক বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার স্বাধীনতা স্বীকৃতি পেলে বসনিয়ার সার্ব আধা সামরিক বাহিনী তাত্ক্ষণিকভাবে সারাজেভোর উপর গুলি চালানো শুরু করে এবং যুগস্লাভ সেনাবাহিনীর বসনিয়ার সার্ব ইউনিটগুলির দ্বারা এই শহরটির কামান বোমা হামলা শুরু হয়। এপ্রিল মাসে পূর্ব বসনিয়া এবং হার্জেগোভিনার অনেকগুলি শহর, যেমন জোভোরনিক, ফোনা এবং ভাইগ্রাগের মতো আধা-সামরিক বাহিনী এবং যুগোস্লাভ সেনা ইউনিটের সমন্বয়ে আক্রমণ করা হয়েছিল। স্থানীয় বোসনিয়াক জনসংখ্যার বেশিরভাগকে এই অঞ্চলগুলি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, জাতিগত নির্মূলকরণ হিসাবে বর্ণিত প্রক্রিয়াটির দেশটির প্রথম শিকার। যদিও বোসনিয়াকরা প্রাথমিক শিকার এবং সার্বস প্রাথমিক অপরাধী ছিল, কিন্তু দুর্ঘটনার শিকার এবং অপরাধীদের মধ্যে ক্রোয়েটরাও ছিল। ছয় সপ্তাহের মধ্যে যুগোস্লাভ সেনা, আধাসামরিক দল এবং স্থানীয় বসনিয়ার সার্ব বাহিনী সমন্বিত আক্রমণাত্মকভাবে বসনিয়ার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চল সার্বের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। মে মাসে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনায় সেনাবাহিনী ইউনিট এবং সরঞ্জামগুলি বসনিয়ার একটি সার্ব জেনারেলের অধীনে রাখা হয়েছিল

1992 এর গ্রীষ্ম থেকে, সামরিক পরিস্থিতি মোটামুটি স্থির ছিল। পূর্বের বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার কয়েকটি অংশে ধীরে ধীরে এর শক্তি হ্রাস পাওয়ায় তড়িঘড়ি করে বসনিয়ান সরকারী সেনাবাহিনী কিছু উন্নত-প্রস্তুত বসনিয়ান ক্রট বাহিনীকে সাথে নিয়ে বছরের পরের দিকে সামনের সারিতে অবস্থান করেছিল। আন্তর্জাতিক অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার ফলে এবং 1993-94 সালে ক্রোট ফোর্সের সাথে সংঘর্ষের কারণে বসনিয়ার সরকার সামরিকভাবে দুর্বল হয়েছিল। তবে পরে ১৯৯৪ সালে বসনিয়ান ক্রোয়েটস এবং বসনিয়াকরা একটি যৌথ ফেডারেশন গঠনে

সম্মত হয়। জাতিসংঘ (ইউএন) বসনিয়ান যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে জাতিসংঘ সুরক্ষা বাহিনী (ইউএনপিআরএফওআর) সেনারা মানবিক সহায়তা সরবরাহের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছিল। সংস্থাটি পরে জাতিসংঘ ঘোষিত বেশ কয়েকটি "নিরাপদ অঞ্চল" রক্ষায় তার ভূমিকা বৃদ্ধি করেছিল। যাইহোক, জাতিসংঘ ১৯৯৫ সালের জুলাইয়ে স্রেব্রেনিকার নিরাপদ অঞ্চল রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছিল, যখন বসনিয়ার সার্ব বাহিনী বোসনিয়াকের 7,০০০ এরও বেশি গণহত্যার ঘটনাটি করেছিল।

যুদ্ধের সময় বেশ কয়েকটি শান্তির প্রস্তাব ব্যর্থ হয়েছিল, মূলত কারণ ১৯৯৪ সালের মধ্যে জমির প্রায় 70 percent/ শতাংশ নিয়ন্ত্রণকারী বসনিয়ান সার্বস কোনও অঞ্চলই মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল। ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে, ন্যাটোর প্রথমবারের মতো শক্তি প্রয়োগে, এর যোদ্ধারা চারটি বসনিয়ার সার্ব বিমানকে গুলি করে হত্যা করেছিল, যা দেশজুড়ে জাতিসংঘের চাপানো নো-ফ্লাই অঞ্চলকে লঙ্ঘন করছে। সেই বছর পরে, জাতিসংঘের অনুরোধে ন্যাটো বসনিয়া সার্ব টার্গেটের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্ন এবং অকার্যকর বিমান হামলা শুরু করে। 1995 সালের শেষদিকে স্রেব্রেনিকা গণহত্যা এবং আরেকটি বসনিয়ান সার্ব হামলার পরে ন্যাটো আরও বেশি কেন্দ্রীভূত বিমান হামলা চালিয়েছিল ১৯৯৯ সালের শেষ দিকে। বৃহস্পতিবার বোসনিয়াক-ক্রট স্থল আক্রমণকে সম্মিলিত করে এই পদক্ষেপটি বসনিয়ান সার্ব বাহিনীকে মার্কিন-পৃষ্ঠপোষক শান্তি আলোচনায় সম্মত হতে বাধ্য করেছিল। নভেম্বর মাসে ডেটনে সার্বিয়ান প্রেস। স্লোভোডান মিলিয়েভিভি বসনিয়ার সার্বদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ফলস্বরূপ ডেটন অ্যাকর্ডস একটি সংঘবদ্ধ বসনিয়া এবং হার্জেগোভিনার জন্য জোর দাবি জানায় যেখানে ৫১ শতাংশ জমি ক্রট-বোসনিয়াক ফেডারেশন এবং ৪৯ শতাংশ সার্ব প্রজাতন্ত্র গঠন করবে। চুক্তিটি কার্যকর করতে, ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরিত, একটি 60,০০০ সদস্যের আন্তর্জাতিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল; এটি প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হয়েছিল যে ১৯৯৫-৯৯ যুদ্ধের সময় কমপক্ষে ২,০০,০০০ মানুষ মারা গিয়েছিল এবং ২,০০,০০০ এরও বেশি বাস্তুচ্যুত হয়েছিল। পরবর্তী গবেষণাগুলি অবশ্য উপসংহারে পৌঁছেছিল যে মৃতের সংখ্যা আসলে প্রায় ১,০০,০০০ ছিল।